সেনাপ্রধানের ৭ দফায় ৭১'যুদ্ধপরাধী সহ জামায়াতের বিচার নাই কেন? সোনা কান্তি বড়ুয়া

একাত্তরের নির্মম হত্যকান্ডের সাথে জড়িত সর্বগ্রাসী জামায়াত কি রাষ্ট্রশক্তির মহাবস্তু অবদান হয়ে গুরুর আসনে বিরাজমান? বাংলাদেশে রাজনৈতিক অন্ধকারে ধন্য আশা কুহীকিনি না হলে জামাতের গণ হত্যার বিচারের কথা সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ. আহমদ তাঁর ৭ দফা দুর্নীতি নিরোধগামিনি প্রতিপদা সূত্র বিশ্লেষণ করা কালে মনে না থাকার কারন কি, তাহা দেশের মানুষ জানতে চায়। দেশ ও জাতির বিশ্বাসঘাতক জামায়াত কি ক্ষত্রিয় বা সেনাপ্রধানের তথাকথিত হযরত ওস্তাদ হয়ে ভন্ডামীর তখতে বসে আছে ? জামায়াত নামক গুরুদের নির্মম হত্যাকান্ডের জন্য দেশের জনতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে বিচার চায়। আসল বিচারে হাত না দিয়ে দুর্নীতি বধ সম্ভব নয়। সমালোচনার অধিকার সভ্যতার অঙ্গ। একই সঙ্গে, কোনো স্থায়ী রাজনীতি বা ধর্মই মানবিকতার স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত নয়, বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের এই বিশ্বাসই যুক্তিসংগত। শ্রদ্ধাপূর্ণ সহ অবস্থানের দৃষ্টিতে এটাই শ্রেয়। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সেনা প্রধান জেনারেল মইন উ. আহমেদ সহ সশস্ত্র বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে জামাতের একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের দুর্নীতি দূর করে ভোটের দিন কবে শুরু করবেন? তাই আমাদের প্রশ্ন, আজকের তত্ত্বধায়ক সরকার রাষ্ট্রদ্রোহী রাজাকার মতিউর রহমান নিজামী সহ ৭১' যুদ্ধাপরাধীদেরকে গ্রেফতার না করলেও দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলসহ আরো অনেক মন্ত্রী, ব্যবসায়ী এবং সন্ত্রাসীকে জেলখানায় আটক করে রেখেছে। ড: ফখরুদ্দীন আহমদ দুর্নীতিবধের যথাযোগ্য কারন ব্যাখ্যা করেছেন জামায়াতের আমৃত্যু সর্বগ্রাসী হত্যাযজ্ঞ বাদ দিয়ে। দুইজন সামরিক শাসক জে: জিয়া এবং জে: এরশাদ দেশের সংবিধান ধ্বংস করে বি এন পি ও জাতীয় দল স্থাপন করে রাজনীতিতে দুর্নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাকিস্তান মার্কা আয়ুব খানের রাজনীতি প্রবর্তন করেন। নৈতিক চরিত্র সহ সদাচার না থাকলে রাজনীতিতে দুর্নীতি প্রবেশ করবেই। হাইকোর্টের রায় অনুসারে বাংলাদেশের সামরিক শাসকগণ রাষ্ট্রদ্রোহী ছিল।

দেশের রাজনীতিতে দুর্নীতির নায়ক, নায়িকা, খল নায়ক, খল নায়িকা সহ সম্প্রতি জনাব জলিল ও বাবর নামায় প্রমানিত হলো দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীগণ দুর্নীতির সাথে জড়িত এবং এর শেকড় খুব গভীর তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দুর্নীতি এবং ভোটের নামে যে বিপর্যয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে, তা শেষ না হলে গণতন্ত্রের মূল্যবোধের পুরস্কার কখনোই পৌঁছাবে না জনসাধারণের কাছে। রাজনৈতিক দল এবং প্রক্রিয়ার উপর আস্থা চলে যাবে। যুগের এই নতুন চাহিদা । তাল মেলাবার দায় সাধারণ ধারক এবং বাহকদের। এ এক গভীর রহস্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই রহস্যের আঁচ নিশ্চয় পেয়েছিল।

রাজনীতির দুর্নীতিবাজরা মনে করেন যুগে যুগে অর্থ, পেশী, সম্পত্তি, রাষ্ট্র ক্ষমতার জোরে তো এভাবে সত্য পালটায়। খালেদার সম্মতিতে বসুন্ধরার কাছে ১০০ কোটি টাকা চেয়েছিলেন তারেক ও বাবর। বাবরের কাছে ১ হাজার কোটি, মিন্টুর ৮০০, সেলিমের ৬০০, জলিলের ১৫০ কোটি এবং শেখ হাসিনা হাজার কোটি টাকার মালিক! প্রধান বন সংরক্ষন কর্মকর্তা ওসমান গনির সীমাহীন সম্পদ, যে দিকেই তাকানো যায় শুধু সোনা টাকা আর মূল্যবান কাঠ। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দুর্নীতির পাঁচালি সম্বন্ধে সাবেক প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেন, "পরে এক সময় ম্যাডাম আমিনুল হককে ডেকে কোকোর কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে বলে দেন। (ইত্তেফাক, জুন ৫, ২০০৭)।" এইভাবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। অযোগ্যতে সুযোগ করে দেওয়ার ধারালো অস্ত্র।

রাজনৈতিক শক্তির জোরে খালেদা জিয়া দেশের অর্থনীতিতে দুর্নীতি চালু করে বড় ছেলে তারেক রহমান ও ছোট ছেলে আরাফাত কোকো সহ স্বজন পোষণ করবে, দেশের মানুষকে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী দিয়ে পদদলিত করে রাখবে এমন আস্ফালন করা বৃথা। খালেদা জিয়ার জোটসরকার বাঙালির দুর্ভাগ্যের পরিহাসে আজ পাঁচ বছরের পরে হাওয়া ভবনের রাজপুত্র তারেকের নেতৃত্বে লুটপাট ৪ লক্ষাধিক কোটি টাকা। দেশের লোভী রাজনৈতিক নেতা নেত্রীগণের পায়ে বেরি বেঁধে দিয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধান বাস্তবায়ন সহ দুর্নীতির কারখানা বন্ধ করতে পারবেন? রাষ্ঠ্র ক্ষমতা ও টাকার মহারানী হয়ে সিংহাসনে বসার পর পয়সা কড়ির ঝনঝনানিতে বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়ে স্বজনপ্রীতিতে দেখতে পায় লোভের আলাদিনের চেরাগ।

কি সাধ্য খালেদার জোট সরকারের রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক সুস্থ চেতনাকে নষ্ট ও ভারসাম্যহীণ করতে ২১শে আগষ্ঠ ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের সভার উপর গ্রেনেডের বৃষ্ঠিতে অনেক নারী পুরুষ ও শিশু হতাহত করে বিষাদ সিন্ধু রচনা করার। জোট সরকার আওয়ামি লীগকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। উক্ত হত্যাকান্ডের আসামী করে এই প্রথম খালেদা জিয়া সহ ২৭ জনের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কবির ভাষায়, "বিধির বিধান কাটবে তুমি / তুমি কি এমনি শক্তিমান?" মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলে গেল, আজ ও বাংলাদেশে একাত্তরের নির্মম হত্যাকান্ডের বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

লেখক এস.বড়ুয়া, বিবিধগ্রন্থপ্রণেতা ও কলামিষ্ট।barua_s@hotmail.com